SHARBORI GHOSH
3RD SEM GE

Date

** বেদ কী ?

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বেদ-এর স্বত্ব প্রকাশিত। বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। 'বেদ' শব্দের মুখ্য অর্থ 'জ্ঞান', অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞা। গৌণ অর্থে বেদ বলতে বোঝায় সেই শব্দ সমূহকে যাতে এই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিবৃত হয়ে আছে। প্রাচীন কালে বেদকে এত পবিত্র বলে মনে করা হত যে, বেদকে লেখার কথা চিন্তাও করা হত না কারণ তারা মনে করতেন বেদ লেখা হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই গুরু মুখ হতে শুনে শুনে শিষ্যরা বেদ বিদ্যা লাভ করত। এই কারণে বেদের অপর নাম শ্রুতি।

** বেদের বিভিন্ন বিভাগ গুলি কি কি ?

বেদ বা বৈদিক সাহিত্যকে মূলত: চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন :—
(১) মন্ত্র বা সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক (৪) উপনিষদ।

Scanned with CamScanner

উপনিষদ : বেদ ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। বেদের অন্তভাগকে উপনিষদ বলা হয়। একে বেদান্ত ও বলা হয়। সমগ্র বেদ অধ্যয়নের পর উপনিষদ পাঠ না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

উপনিষদ শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে সদ্ ধাতুর সঙ্গে উপ ও নি উপসর্গ যুক্ত করে। সদ্ ধাতুর অর্থ নাশ করা, অবসান করা, লাভ করা। উপ উপসর্গের অর্থ নিকটে এবং নি উপসর্গের অর্থ সম্পূর্ণভাবে। তাই উপনিষদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল — যেন যোগ্য গুরুর কাছে লব্ধ জ্ঞান বা বিদ্যা যা সম্পূর্ণভাবে জাগতিক বন্ধন নাশ করে। অথবা নিশ্চিতভাবে শিষ্যকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ করে। যদিও উপনিষদ শব্দ মুখ্য অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাকে বোঝায় তথাপি গৌণ অর্থে উপনিষদ বলতে সেই গ্রন্থ সমূহকে বোঝায় যাতে সেই বিদ্যা বা জ্ঞান বিবৃত আছে।

বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকার অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য ১১ খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন, সেগুলি হল — ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

— X —

What makes you happy?

Scanned with CamScanner

ঋত :— বৈদিক মানুষের নৈতিক জীবন দুটি মহান নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। একটি হল সামঞ্জস্যের নীতি, যাকে বলা হয় ঋত। অন্যটি হল — যজ্ঞের নীতি, যাকে বলা হয় যজ্ঞ।

আর্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ বৈদিক ঋত শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। বেদ একটি মহান নীতিকে নির্দেশ করে, যা সমগ্র বিশ্বকে পরিচালিত করে। এই নীতি বা নিয়ম ঋত ও সত্যের নীতি। এই নীতির জন্যই বিশ্ব-জাগতিক নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও সমস্ত প্রাণী এই নিয়মের অধীন। বিশ্ব জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিরূপে ঋত সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। বৈদিক মানুষের নৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ঋত -এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করা এবং তা করা হত যজ্ঞের মাধ্যমে।

— X —

Scanned with CamScanner